যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে লোক নিয়োগ ও বাতিল প্রক্রিয়া

কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ

শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও বাতিল প্রক্রিয়া নিয়ে বোর্ডের অভ্যন্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। তারা অভিযোগ করছেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ একদিকে বিধি লঙ্ঘনের কথা বলে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত কর্মচারীদের নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, অপরদিকে নানা অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। এ রকম একটি নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলাও হয়েছে।

জানা যায়, বোর্ডের প্রতিষ্ঠালগ্নে '৯৫ সালে কর্তৃপক্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২৪টি পদে দৈনিক ভিত্তিতে ২৪ জন লোক নিয়োগ দেয়। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ১৮টি ও চতুর্থ শ্রেণীর ৬টি পদ রয়েছে। সেসব পদের জন্য প্রতিজনকে দেয়া হতো দৈনিক ৭০ ও ৫০ টাকা করে। তারা এভাবে ৫ বছর চাকরি করার পর বহু আবেদন-নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ও মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে ওই ২৪ জনকে ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিয়মিতকরণ করা হয় বলে জানা গেছে, নতুন চেয়ারম্যান যোগ দেয়ার পর বোর্ডের সিলেকশন কমিটিতে ওই ২৪ জনের নিয়োগ বিধি মোতাবেক হয়নি উল্লেখ করে তাদের নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত বোর্ড কমিটিতে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে একটি নির্ভরযোগ্যসূত্র জানিয়েছে। অপর দিকে উচ্চমান সহকারীর ৩টি শূন্য পদে লোক নিয়োগের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ '৯৬ সালে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ইন্টারভিউকার্ড ইস্যু করে সম্প্রতি লিখিত পরীক্ষা নিয়েছে। নিম্নমান সহকারী পদে কর্মরত-কর্মচারীরা বোর্ডের এ সিদ্ধান্ত 'ষড়যন্ত্রমূলক' উল্লেখ করে বলেছেন, পদোন্নতিযোগ্য এসব পদে দীর্ঘদিন ধরে যারা চাকরি করে আসছেন তারাই পদোন্নতি পাবেন। জাহেদ হোসেন নামের এক কর্মচারী এই নিয়োগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করলে হাইকোর্ট ওই নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বর্তমানে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে।

এছাড়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সেকশন অফিসারের ৩টি শূন্যপদে '৯৬ সালে নেয়া পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ওইখান থেকেই 'মেধানুসারে' নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপরদিকে ক্যাশ সরকার, এমএলএসএসসহ অন্যান্য পদে ও '৯৬ সালে একইভাবে পরীক্ষা নেয়া এবং ফলাফল প্রকাশ হলেও সেক্ষেত্রে মেধানুসারে নিয়োগ না দিয়ে আবার ইন্টারভিউ ইস্যু করে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করছে। সূত্র অভিযোগ করছে, বোর্ড এক্ষেত্রে দ্বৈত নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিচ্ছে।

তবে বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমদ এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বোর্ডের সিলেকশন কমিটি ও বোর্ড কমিটি সবকিছু দেখেশুনে বৈধভাবেই নিয়োগ বাতিল ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে।